

ভূমিকা

রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নীতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন, ডিজিটাল রূপান্তর—প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতির সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনমান, রাষ্ট্রের সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, অনেক নীতিই গ্রহণ করা হয় সীমিত তথ্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক তাগিদ বা তাৎক্ষণিক চাপের ভিত্তিতে। এর ফলে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটি গভীর ফাঁক তৈরি হয়, যেখানে ভালো উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণাভিত্তিক নীতিনির্ধারণ (research-driven or evidence-based policy) কেবল একটি আধুনিক ধারণা নয়; এটি কার্যকর রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মৌলিক শর্ত। গবেষণা নীতিকে কল্পনা থেকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে আসে, অনুমানের জায়গায় বসায় প্রমাণকে, এবং আবেগের পরিবর্তে সিদ্ধান্তকে করে যুক্তিনির্ভর।

বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারণের ধারা গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশেই এখন নীতি গ্রহণের আগে *ex-ante* বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়নের পর *ex-post* মূল্যায়নকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ডেটা, ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং বিকল্প নীতি মূল্যায়ন একটি স্বাভাবিক ধাপে পরিণত হয়েছে। নীতি সেখানে আর শুধু একটি প্রশাসনিক নির্দেশ নয়; এটি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ফল। অন্যদিকে, বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে নীতিনির্ধারণ এখনও বড় অংশে ডকুমেন্ট-কেন্দ্রিক, ব্যক্তিনির্ভর এবং প্রতিক্রিয়ামূলক। অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত হয় সংকট তৈরি হওয়ার পর, গবেষণা হয় নীতি গ্রহণের পরে, আর মূল্যায়ন হয় কেবল আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে। ফলে নীতির কার্যকারিতা, লক্ষ্যভিত্তিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব প্রশ্নের মুখে পড়ে। এখানে গবেষণার ভূমিকা কেবল তথ্য সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গবেষণা নীতিনির্ধারণকদের সাহায্য করে—

- সমস্যার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করতে
- কোন গোষ্ঠী কীভাবে প্রভাবিত হবে তা বুঝতে
- বিকল্প নীতির সম্ভাব্য ফলাফল তুলনা করতে
- ঝুঁকি ও অনিচ্ছাকৃত প্রভাব আগেভাগে অনুমান করতে
- সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে

গবেষণাভিত্তিক নীতি মানে এই নয় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। বরং গবেষণা সেই সিদ্ধান্তকে আরও সচেতন, দায়িত্বশীল ও টেকসই করে তোলে। এটি নীতিনির্ধারণকের হাতে একটি কম্পাসের মতো কাজ করে—যা পথ দেখায়, কিন্তু পথচলার দায়িত্ব কেড়ে নেয় না।